দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN. 23 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ইনকিলাব ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজা গতকাল রোকেয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়

ঢাঃ বিশ্ব পূজা মণ্ডপে শিক্ষামন্ত্রী
সরস্বতী পূজা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতিরও অঙ্গ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা গতকাল সরস্বতী পূজা উদযাপন করে। বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে প্রচুর হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপস্থিত হয়ে পূজা অর্চনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, 'বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপিত হয়েছে। জগন্নাথ হল, শামসুন্নাহার হল, রোকেয়া হল ও বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের পূজা মণ্ডপে প্রচুর পূজারী ও দর্শনার্থীর ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে।' শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ এইচ এস কে সাদেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, 'সরস্বতী পূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ, কিন্তু একই সাথে তা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতিরও অঙ্গ। তিনি বাঙ্গালী চিরদিনই ধর্মের উদার মূল্যবোধকে লালন করে এসেছে। সময় সময় স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করে মানবিক মূল্যবোধকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু জাতি বারবারই এহেন হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করে

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

সরস্বতী পূজা উদযাপিত

ইউএনবি ঃ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় গতকাল (শুক্রবার) সরস্বতী পূজা উদযাপন করেছে। ঢাকায় পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও রোকেয়া হল এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সমবেত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রধান পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পূজা মণ্ডপ স্থাপন করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রী

শেষ পৃষ্ঠার পর

এসেছে। বাণী অর্চনার এ দিনে সমগ্র জাতি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হোক এ কামনাই করি।'

পূজা মণ্ডপে মণ্ডপ পরিদর্শনকালে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের ভাষায় 'বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সরস্বতী পূজা উদযাপনের' প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যথাসময়েই। কিন্তু ৩ দিন আগে উদযাপিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপনের ৩ দিনপরও ন্যূনতম একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এত কার্পণ্য বোধ কেন এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অনেকের মাঝে।